সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৩৭তম বর্ষ ❑ ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২১ ❑ ৪ পৃষ্ঠা

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এ বছরও ১৬ অক্টোবর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালিত হয় বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৪। এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'পারিবারিক কৃষি : প্রকৃতির সুরক্ষা, সবার জন্য খাদ্য'। দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা ছাড়াও দেশের জেলা উপজেলা পর্যায়েও বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।

জাতীয় কার্যক্রমের আওতায় ঢাকায় সকাল ৯টায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণে ফার্মগেটের বিএআরসি চত্বরে ১৬-১৮ অক্টোবর তিন দিনব্যাপী খাদ্য মেলা ও সকাল ১০টায় বিএআরসি অডিটোরিয়ামে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে খাদ্য মেলা ও সেমিনারের উদ্বোধন করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং আনোয়ার ফারুক। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মো. ছায়েদুল হক এমপি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান, এমপি এবং এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিএআরসি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

কৃষি উন্নয়নে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, গবেষণা ও সম্প্রসারণের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সকাল ১০ টায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), ফার্মগেট, ঢাকা অডিটোরিয়ামে 'কৃষি উন্নয়নে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, গবেষণা ও সম্প্রসারণের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানির সঠিক ব্যবহার এবং মৌসুমভিত্তিক ফসল আবাদের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নতুন নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে হবে। বাংলাদেশের জমি বিভক্ত ও খন্ডিত হওয়ায় সেখানে বড় আকারের যন্ত্র উদ্ভাবন না করে ছোট আকারের কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবনে প্রয়োজনীয়তার ওপর কৃষিমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

কৃষি সচিব তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, সরকার কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ বৃদ্ধিতে এরই মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনার কথা তিনি উল্লেখ করেন। কৃষকের সন্তান যাতে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহী (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কৃষি উন্নয়নে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, গবেষণা ও সম্প্রসারণের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৪ উদ্বোধন

১৯ অক্টোবর, ২০১৪ ফার্মগেটের আ কা মু গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটোরিয়ামে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান-২০১৪ এর উদ্বোধন ও ২০১৩ এর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে গণর‍্যালি শুরু হয়ে অডিটোরিয়াম চত্বরে শেষ হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্বাস আলীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. মোশারফ হোসেন, যুগ্ম সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়।

প্রধান অতিথি আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, ইঁদুর মাঠ থেকে শুরু করে (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

আ কা মু গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটোরিয়ামে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান, ২০১৪ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতির নবম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন

বাংলাদেশের কৃষি-জীববৈচিত্র্য : চ্যালেঞ্জেস এবং সম্ভাবনা (Agro-Biodiversity of Bangladesh: Challenges and Opportunities) এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতির দুই দিনব্যাপী নবম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৫ অক্টোবর ২০১৪ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রতিপাদ্যের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উদ্ভিদ প্রজনন সমিতির সভাপতি ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া। প্রফেসর ভূঁইয়া তাঁর উপস্থাপনায় বাংলাদেশের ফসল, গবাদিপশু, পাখি ও মাছের কৌলিসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস ও বিলুপ্তির বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি দেশের (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতির দুই দিনব্যাপী নবম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

নূরবাগ হর্টিকালচার সেন্টারে সরকারি সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইং এর আওতাধীন নূরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার কালিয়াকৈর গাজীপুররে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের ৩৩ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নূরবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ৩০.০৫ একর জমির অবৈধ দখলদারদের জবর দখলের হাত হতে উদ্ধার সংক্রান্ত কার্যক্রমে এ টাস্কফোর্সের যথাসময়ে ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের এ সরকারি জমির মালিকানা ও দখলিস্বত্ব বজায় রাখায় দীর্ঘদিনের মামলায় জয়লাভ সম্ভব হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল মামলায় খুবই মূল্যবান সরকারি জমি উদ্ধারে টাস্কফোর্সের সভাপতি ও অতিরিক্ত সচিব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শাখা বেগম ভিকারুন নেছা এবং সদস্য সচিব ড. নলিনী রঞ্জন বসাক, উপসচিব কৃষি মন্ত্রণালয় এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। সভায় অন্যান্য জেলার সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারে অগ্রগতি এবং গৃহীত পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিকাল ৪.০০টায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভাশেষে টাস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ সরেজমিনে নূরবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের চলমান কার্যক্রম ও নবনির্মিত সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেন এবং অন্যান্য জেলার সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারে আগামীতেও যাতে এ ধরনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সভাপতি ও অতিরিক্ত সচিব বেগম ভিকারুন নেছা মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আটঘরিয়ার উত্তর চকে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

–এ টি এম ফজলুল করিম, এআইসিও, কৃতসা, পাবনা।

পাবনার আটঘরিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট প্রকল্পের আওতায় উপজেলার উত্তর চক হাপানিয়া স্কুলপাড়া গ্রামে গত ২৫ সেপ্টেম্বর এক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ কৃষাণ-কৃষাণীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ডেনমার্কের ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ এবিএম মোস্তাফিজার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গ্রামীণ কৃষাণ-কৃষাণীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের এ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনার জেলা প্রশাসক কাজী আশরাফ উদ্দিন।

মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনার অতিঃজেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোল্লা মাহমুদ হাসান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জাকির হোসেন এবং পাবনার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. জলিল মিঞা।

নূরবাগ হর্টিকালচার সেন্টারে আয়োজিত টাস্কফোর্সের ৩৩তম সভায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক কাজী আশরাফ উদ্দিন বলেন, কৃষাণ-কৃষাণীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামীণ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট অনেক পাল্টিয়েছে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরেও খাদ্য সমস্যার কোনো সঙ্কট নেই। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষাণ-কৃষাণীরা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

সভাপতি জানান, কৃষকবান্ধব এ সরকারের সুষ্ঠু নীতিমালা বাস্তবায়নে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বেড়েছে।

শেষে অতিথিরা প্রশিক্ষণার্থীদের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমের ওপর স্থাপিত দৃষ্টিনন্দন স্টলগুলো পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রোপা আমনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে আমন ধানের চারা বিতরণ

গত ২৫ সেপ্টেম্বর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে কুড়িগ্রামের সদর ও চিলমারী উপজেলাতে উজানের ঢলে রোপা আমনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত চারা বিতরণ করা হয়।

মো. শওকত আলী সরকার, উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, কুড়িগ্রামের সভাপতিত্বে নাবি আমন ধানের চারা ও নাবি পাটের বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. জুলফিকার হায়দার, অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর। তিনি বলেন, কুড়িগ্রামের কৃষক খুবই পরিশ্রমী, তারা নানা প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে ফসল ফলায় ও সাধারণ মানুষের মুখে অন্ন জোগায়। তাদের জন্য সবার কিছু করার রয়েছে। এসব চারা তাদের কৃষি কাজে উৎসাহ জোগাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শওকত আলী সরকার বীর বিক্রম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

বিজ্ঞপ্তি

রংপুরে ই-কৃষির ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

–মো. আবু সায়েম, আঞ্চলিক পরিচালক আইএআইএস প্রকল্প, কৃতসা, রংপুর

দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম নিবিড়করণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের (আইএআইএস) আওতায় Effect of e-Agriculture on Crop Production বিষয়ক এক সেমিনার ২০ সেপ্টেম্বর রংপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। ওই সেমিনারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ই-কৃষি উদ্যোগ, ফসল উৎপাদনে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা, ওয়েব পোর্টাল/সাইটের সম্ভাবনা ও মোবাইল ফোন প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক মোট চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, আইএআইএস প্রকল্পের ঢাকা অঞ্চলের কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ মো. মারুফ মাছুম ও কৃষি তথ্য সার্ভিস রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক মো. আবু সায়েম।

চিলমারী উপজেলায় কৃষকদের মধ্যে রোপা আমনের চারা বিতরণ করছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. জুলফিকার হায়দার

সেমিনার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রকল্প পরিচালক অঞ্জন কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক মো. জুলফিকার হায়দার।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মিডিয়া ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ই-কৃষি উদ্যোগগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাংলা ভাষায় কৃষিবিষয়ক বৃহত্তম ওয়েবসাইট ও কৃষি কল সেন্টারের টোল ফ্রি নম্বর ১৬১২৩-এ ডায়াল করে কৃষি তথ্য সেবা পাওয়ার বিষয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরের গৃহীত ই-কৃষি পদক্ষেপ ছাড়াও বিদেশে ই-কৃষি উদ্যোগ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সেমিনারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও মিডিয়া প্রতিনিধিসহ ৩০ জন অংশ নেন।

আগাম টমেটো চাষাবাদে সারা জাগাল কুতুবদিয়া

অপর্ণা বড়ুয়া, এআইসিও, কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম

আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব যখন শীতকালীন সবজি চাষাবাদের ওপর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখনি সঠিক কাজটা করে ফেললেন কৃষকেরা। কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার প্রধান সড়কের আযম আলী আকবর অংশের প্রায় ৪ কিমি. এলাকা জুড়ে কাঁচা সড়কটির দুইধারে এলাকার (ফতেহ আলী সিকদারপাড়া ও ঘাটকুল পাড়ার) চাষিরা আধুনিক পদ্ধতিতে আগাম টমেটো চারা উৎপাদন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, যা দেখলে যে কোনো লোকের কৃষকদের নিয়ে গর্ববোধ হবে। কেননা কৃষকরা এখানে দৈর্ঘ্য ৩ মিটার ও প্রস্থ ১ মিটারবিশিষ্ট সিডবেডে গোবর সার ব্যবহার করে নানা জাতের টমেটো চারা উৎপাদন করে নিজেরা জমিতে রোপণ করছেন এবং অতিরিক্ত চারা বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন। কয়েকজন কৃষককে বীজতলার জন্য রাস্তার দুই ধার বেছে নিয়েছেন কেন প্রশ্ন করা হলে, প্রায়ই সবাই একই রকম কথা বলেন। কৃষকরা বলেন, গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বেশ কয়েকবার মাঠে টমেটোর বীজতলা তৈরি করেছি। কিন্তু এ বছর আবহাওয়া এমন হয়েছে, দেখা যাচ্ছে মাটি ফাটা রৌদ্র, আবার কখনো হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। যার কারণে বার বার অনেক চেষ্টা করেও কোনো সবজির বীজতলাকে রক্ষা করতে পারিনি। আর কোনো উপায় না দেখে আমরা বীজতলার জন্য কাঁচা রাস্তার ধার বেছে নিয়েছি। এ কাজটা করেছিলাম না হলে এ বছর আর আগাম টমেটো উৎপাদন করতে পারতাম না। এ বীজতলার চারা দিয়ে যেসব মাঠে আমরা আমন করিনি সেখানে টমেটো চাষাবাদ করেছি। আর চারা বিক্রি করেছি অনেকেই। আসলে প্রকৃতির এ বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় কুতুবদিয়ার কৃষকেরা যে পথ অবলম্বন করেছেন তা সারা দেশের কৃষকের জন্য শিক্ষণীয়ও বটে।

টাঙ্গাইল সদরে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

গত ২৪ অক্টোবর ২০১৪ টাঙ্গাইল সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি (রবি ২০১৪-১৫) এর আওতায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। টাঙ্গাইল সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. খোরশেদ আলম অ্যাডভোকেটের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. আব্বাস আলী, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

স্বাগত বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের টাঙ্গাইল জেলার উপপরিচালক জানান, পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় প্রতিজন কৃষককে একবিঘা জমির জন্য ২০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। একই সাথে তাদের প্রত্যেককে ২০ কেজি গম অথবা ১ কেজি সরিষা অথবা ৪ কেজি ভুট্টা অথবা ৫ কেজি বোরো ধানের বীজও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। টাঙ্গাইল জেলায় মোট ১২৮৭০ জন কৃষককে পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় এসব কৃষি উপকরণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে বলে ডিএই'র উপপরিচালক অবহিত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব জানান, যখনদেশে ৭ কোটি মানুষ ছিল তখন খাদ্য উৎপাদন ছিল ১ কোটি টন। এখন জনসংখ্যা ১৬ কোটি হলেও খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে ৪ কোটি টন। কৃষকদের নিরলস শ্রমের ফলেই এই বিপুল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। কৃষি সচিব জানান, বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি আবিষ্কার করছেন এবং সম্প্রসারণ কর্মীরা সেগুলো মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন। কৃষকরা সেসব প্রযুক্তি গ্রহণ করার ফলেই অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কারনে আমরা জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। কৃষি সচিব আরও জানান, প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে, আবাদি জমি কমছে। কৃষি বান্ধব সরকার ভর্তুকি ও বিভিন্ন সহায়তার মাধ্যমে কৃষকদের পাশে এসে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। কৃষি সচিব খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন টেকসই রাখতে স্বল্পমেয়াদি ফসল চাষ ও ফসল উৎপাদনে কৃষি যন্ত্রপাতিসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষকের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ করেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, কৃষক-কৃষাণী প্রমুখ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (গবেষণা) মো. জমসের আহাম্মদ খন্দকারের মৃত্যুতে শোক সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

২৩ অক্টোবর ২০১৪ খ্রি. বৃহস্পতিবার ফার্মগেটস্থ বিএআরসি মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (গবেষণা) মো. জমসের আহাম্মদ খন্দকারের মৃত্যুতে শোক সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলামসহ কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও মরহুমের শুভানুধ্যায়ীগণ অংশগ্রহণ করেন।

মো. জমসের আহাম্মদ খন্দকার কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (গবেষণা) পদে কর্মরত অবস্থায় গত ১৭ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিঃ শুক্রবার সকাল ১০.৪৫ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ঢাকার মিরপুরস্থ জাতীয় হার্ট ফাউন্ডেশনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। দু'দফা জানাজা শেষে তাঁকে নিজ জন্মস্থান ফেনী জেলাধীন ছাগলনাইয়া উপজেলার নিজপানুয়া গ্রামে দাফন করা হয়।

প্রয়াত মো. জমসের আহাম্মদ খন্দকার ৮ মার্চ ১৯৬২ সনে ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৫ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে শরীয়তপুর কালেক্টরেটে সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উপসচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে দুই বছর দায়িত্ব পালন শেষে ১৩ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি খুলনার জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে জেলা প্রশাসনের সেবা জনগণের মাঝে পৌঁছে দিয়ে খুলনাবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেন। জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে তিনি পুনরায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হিসেবে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গবেষণা অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের চীফ ইনোভেশন অফিসার হিসেবে বিগত ১৮ জুন ২০১৪ থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টাল উন্নয়ন, ই-ফাইলিং তদারকিসহ নানাবিধ আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষিবিষয়ক ফেসবুক গ্রুপ 'কৃষি ভাবনা'র রূপকার।

অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপনে অভ্যস্ত প্রয়াত জমসের আহাম্মদ খন্দকার শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্য কর্মের প্রতিও অনুরাগী ছিলেন। তাঁর বিনম্র আচরণ, সদা হাসিমুখী ব্যবহার ও দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে একাগ্রতা কর্মক্ষেত্রের দিগন্ত পেরিয়ে তাঁকে ব্যক্তি থেকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল যা আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তিনি ছিলেন সততার বিরল দৃষ্টান্ত।

মৃত্যুকালে তিনি মা, স্ত্রী, এক কন্যা, ভাইবোনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন সৎ ও কর্মঠ কর্মকর্তা হারালো, সেই সাথে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ হারালো তাঁদের একজন প্রিয় সহকর্মীকে। পরম করুণাময় তাঁকে পরকালের শান্তিময় জীবনদান করুন। –বিজ্ঞপ্তি

টাঙ্গাইল সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি (রবি ২০১৪-১৫) এর আওতায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করেন কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (গবেষণা) মো. জমসের আহাম্মদ খন্দকারের মৃত্যুতে আয়োজিত শোক সভা ও মিলাদ মাহফিলে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলামসহ কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মরহুমের শুভানুধ্যায়ীরা অংশগ্রহণ করেন

রাঙ্গামাটিতে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–মাহমুদুল হাসান,আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃতসা,রাঙ্গামাটি

গত ২৩ অক্টোবর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষ ,বনরূপা, রাঙ্গামাটিতে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষিউন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আওতায় এক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ছবি হরিদাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও অর্থ উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ মো. তোফাজ্জল হোসেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) গুরুত্ব উল্লেখ করে প্রকল্পের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য উপস্থিত কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বর্তমান যুগকে তথ্য প্রযুক্তির যুগ উল্লেখ করে উপস্থিত সকলকে তথ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজে লাগানোর পরামর্শ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি তার বক্তব্যে কর্মশালা হতে প্রাপ্ত জ্ঞান ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজে লাগানোর জন্য উপস্থিত সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি প্রদর্শনীর জন্য কৃষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের অগ্রাধিকার প্রদানের আহ্বান জানান।

কর্মশালার উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ সারোয়ারী মেহেদী মোবারক প্রদর্শনীর জন্য চাষি ও স্থান নির্বাচনসহ প্রকল্পের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৪ উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গোলাঘর এমনকি ঘরের আসবাবপত্রের মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে থাকে। ইঁদুর মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় সমস্যা। ফসলসহ মূল্যবান সম্পদ রক্ষার্থে ইঁদুর নিধন কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। পরিবেশ প্রকৃতি সুরক্ষার জন্য ইঁদুর নিধন অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথি মো. মোশারফ হোসেন বলেন, ইঁদুর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রাণী। প্রতি বছর ইঁদুরের কারণে ১০-১২ লাখ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে থাকে। ইঁদুর নিধন কার্যক্রমকে জোরদার করার মাধ্যমে ইঁদুরের আক্রমণ হতে ফসলের একটা বড় অংশ রক্ষা করা যায়। অনুষ্ঠানের সভাপতি আব্বাস আলী বলেন, ইঁদুর কৃষি ফসল ছাড়াও বিভিন্ন রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে বিধায় ইঁদুর দমনের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও কলাকৌশলগুলো সঠিক সময়ে মাঠপর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারলে অধিক ফসল উৎপাদন তথা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব হবে।

ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৪ উপলক্ষে অডিটোরিয়াম চত্বরে মেলার আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৩ সালের জাতীয়পর্যায়ে তিনজন কৃষক, তিনটি জেলা (ঢাকা, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা) তিনজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তিনটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয় এবং ঢাকা অঞ্চলের ছয়টি জেলার একজন করে কৃষক, তিনজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একটি উপজেলাকে (কালিয়াকৈর) পুরস্কার দেয়া হয়।

এ অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, কৃষি বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষক-কিষানী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা অংশ নেন।

সাম্প্রতিক উজানের ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে ও দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচি গ্রহণ

সাম্প্রতিক উজানের ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে এবং দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের গম, ভুট্টা, সরিষা, বোরো, খেসারি ও ফেলন ফসলে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ করার নিমিত্ত কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচি (রবি/২০১৪-১৫) গ্রহণ করেছে সরকার। ১২ অক্টোবর ২০১৪ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এ কথা জানান।

সংবাদ সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী উজানের ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর জন্য গৃহীত পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ দেন। তিনি জানান, পুনর্বাসনের আওতায় উজানের ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত ১৪টি জেলার মোট ৮৬,৪৭৫ জন কৃষকের জন্য ৮ কোটি ৪৮ লাখ ৮৯ হাজার ২১৮ টাকা ব্যয়ে ৮৬,৪৭৫ বিঘা জমির জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও রাসায়নিক সার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে। রোপা আমন ফসল উজানের ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ধান ফসলের মোট উৎপাদন পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় রবি মৌসুমে বোরো ধান, গম, ভুট্টা ও সরিষা আবাদের পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলে ফসল উৎপাদিত হবে ৩৪৮৭০.০৪ টন।

কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, দক্ষিণাঞ্চলে কৃষকদের ফসল আবাদে উৎসাহিত করার জন্যও প্রণোদনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণোদনা কর্মসূচিতে দক্ষিণাঞ্চলের ১২টি জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের গমসহ ভুট্টা, খেসারি ও ফেলন আবাদে উৎসাহিত করার জন্য বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ করা হবে। এ কর্মসূচির আওতায় মোট ১,১৮,৫৪০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে প্রায় ১৫ কোটি ৪৮ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১,১৮,৫৪০ বিঘা জমির জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও রাসায়নিক সার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে। এর ফলে মোট ৪৪৩২৮.২৫ টন ফসল উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচিতে সর্বমোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩ কোটি ৯৭ লাখ ৭৯ হাজার ২১৫ টাকা ৫০ পয়সা। এর ফলে সর্বমোট উৎপাদন আয় হবে ১৮৯ কোটি ৩৭ লাখ ২৭ হাজার টাকা। ব্যয় ও উৎপাদন হতে প্রাপ্ত আয়ের অনুপাত ১:৭.৮৯। প্রস্তাবিত এ পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচিতে ব্যয়কৃত অর্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ থেকে সংকুলান করা হবে, এর জন্য কোনো অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না।

সংবাদ সম্মেলনে কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলামসহ কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাইক রবসন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে বন্যা খরা এসব প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বর্তমান সরকার খাদ্য উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এসব প্রচেষ্টার ফলে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চাল রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দানাদার খাদ্যশস্যের পাশাপাশি মাছ, ডিম, মাংস উৎপাদনে সরকার উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে। কৃষিমন্ত্রী কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ, উন্নত পদ্ধতি পারিবারিক বীজ সংরক্ষণ, জিএমও বীজ উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী এফএওর পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, প্রতি বছর বিশ্বে ৮৫ কোটি লোক বুভুক্ষু থাকে। মাছ, গোশতের উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা নিরসনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সভাপতির বক্তব্যে কৃষি সচিব বলেন, আবহমানকাল থেকে পারিবারিক কৃষিকাজ চলে আসছে। খোরপোশ কৃষি ব্যবস্থা থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে উত্তরণের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা ও সঠিক উদ্যোগের কারণে দেশে কৃষি উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনের এ ধারাকে টেকসই করতে কৃষি সচিব সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সম্মানিত অতিথি কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান, এমপি ও এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি মাইক রবসন।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, গণমাধ্যমকর্মী, কৃষক প্রমুখ সেমিনারে অংশ নেন। বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ছিল বেতার ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার, মাসিক কৃষিকথার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র, পোস্টার প্রকাশনা ও বিতরণ, মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে বিশ্ব খাদ্য দিবস সম্পর্কে গ্রাহকদের অবহিতকরণ প্রভৃতি।

কৃষি উন্নয়নে যন্ত্রপাতির ব্যবহার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয় সেজন্য নতুন নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করে দুফসলি জমিকে তিনফসলি ও তিনফসলি জমিকে চারফসলি জমিতে রূপান্তরের জন্য কৃষি সচিব সংশ্লিষ্টদের তাগিদ দেন।

কর্মশালায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পাঁচটি কারিগরি নিবন্ধ উপস্থাপিত হয়। কর্মশালায় জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষি যন্ত্র উৎপাদন ও সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, ইরিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

বাকৃবিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিশ্ব 'ডিম দিবস-২০১৪' পালিত

– মো. আব্দুর রহমান, বাকৃবি

"সুস্থ-সবল থাকতে চাই, বেশি করে ডিম খাই" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) বর্ণাঢ্য আয়োজনে 'বিশ্ব ডিম দিবস-২০১৪' পালিত হয়েছে।

ডিমের খাদ্যমান ও পুষ্টিমান সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত ডিম উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ভোক্তার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ডিম অন্তর্ভুক্তি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগ এবং ওয়ার্ল্ড'স পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন বাংলাদেশ শাখার যৌথ উদ্যোগে 'বিশ্ব ডিম দিবস-২০১৪'এর আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতি বছর অক্টোবর মাসের ২য় শুক্রবারকে বিশ্ব ডিম দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ডিমের খাদ্যমান ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ক্যাম্পাসে অবস্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সিদ্ধ ডিম খাওয়ান উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. রফিকুল হক।

পরে 'বিশ্ব ডিম দিবস-২০১৪' উপলক্ষে আয়োজিত "ডিম খাবেন, পুষ্টি পাবেন" শীর্ষক বর্ণাঢ্য র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ। র‍্যালিতে পশুপালন অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এজি এগ্রো, সিপি বাংলাদেশ, এসিআই সহ দেশের প্রখ্যাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

পরে সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে "Eggs for me, Eggs for you, Eggs for all" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অজয় কুমার রায় এবং ওয়ার্ল্ডস পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন বাংলাদেশ শাখার সহ-সভাপতি ড. খান শহীদুল হক। পশুপালন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সচ্চিদানন্দ দাস চৌধুরীর সভাপতিত্বে ওই সেমিনারে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. রফিকুল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেন, 'একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মেধাবী বাংলাদেশ গড়তে বেশি করে ডিম খাওয়ার বিকল্প নাই। সেইসাথে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা পূরণে দেশের ডিম উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করতে হবে'।

'বিশ্ব ডিম দিবস-২০১৪' উপলক্ষে 'ডিম খাবেন, পুষ্টি পাবেন' শীর্ষক বর্ণাঢ্য র‍্যালির উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ

বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতির নবম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভবিষ্যত কৃষিতে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বর্ণনা করে এদের সংরক্ষণে বিশেষ করে ফসলের বিলুপ্তপ্রায় জীববৈচিত্র্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অনতিবিলম্বে 'জাতীয় উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট' স্থাপনের জন্য জোর সুপারিশ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের সভাপতি কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, এমপি জাতীয় কৌলিসম্পদ ইনস্টিটিউট স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও আবাদের পাশাপাশি কৌলিসম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে প্রজননবিদদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম বলেন, জলবায়ুর তারতম্য ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। কৃষিবিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে কাজে লাগিয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারাকে টেকসই করতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি. মাইক রবসন।

সম্মেলনে আজীবন উদ্ভিদ প্রজনন গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সনের জন্য তিনজন এবং ২০১৩ সনের জন্য দুইজন গবেষককে 'ন্যাশনাল প্লান্ট ব্রিডিং পদক' দেয়া হয়। পদকপ্রাপ্তরা হলেন- প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান, প্রফেসর ড. এম এ খালেক মিয়া, ড. মতিউর রহমান, ড. মো. খায়রুল বাশার এবং প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া। উদ্ভিদ প্রজনন গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ ও ২০১৩ সনের জন্য যথাক্রমে ড. মির্জা মোফাজ্জল ও ড. তমাল লতা আদিত্যকে 'পিবিজিএসবি ইয়ং সায়েন্টিস্ট পদক' প্রদান করা হয়।

দুইদিনব্যাপী আয়োজিত এ সম্মেলনে পাঁচটি সেশনে কৃষি-জীববৈচিত্র্য বিষয়ক মোট ২২টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ জন শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানী প্রমুখ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনটি আয়োজন করে এদেশে ফসলের উদ্ভাবনকারী গবেষকদের পেশাজীবী সংগঠন বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি। বিজ্ঞপ্তি

সম্পাদক : কৃষিবিদ সৈয়দ খোরশেদ জাফরী, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী নূর ইসলাম,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত